দৈনিক বাংলা

..010

তারিখ 20 AUG 1985 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 5 কলাম 1 ... ...

এসএসসি : আরও কিছু বক্তব্য

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে আমরা কেউ সন্তুষ্ট নই। পরীক্ষার ফলাফল কোন দিন আমাদের সন্তুষ্ট করেছে এমন ঘটনা আমার মনে পড়ে না। পরীক্ষার ফলাফলের কেচ্ছা আমরা কম-জানি না। আমাদেরই চোখের সামনে শতকরা ৯৮ জন পরীক্ষায় পাস করেছে। আবার শতকরা সাড়ে ৯৮ জন পরীক্ষায় ফেলও করেছে। পরীক্ষায় অবৈধ পন্থা অবলম্বনে আমরা কেউ কম সহযোগিতা করিনি। আমরা সকলেই অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে বলি। আবার নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বর্তমান পরিস্থিতির অজুহাত দেখিয়ে নিজেরাই অসঙ্গত কাজ করি। আমরা মুখে সকলকে ঘৃণা করি। কিন্তু অন্তর থেকে ঘৃণা শব্দটি নির্বাসন দিয়েছি অনেক আগে। ঘৃণা এখন নিষিদ্ধ জগতের শব্দ।

এবার এসএসসি পরীক্ষার কথাই বলব। এ নিয়ে গতকালের দৈনিক বাংলায়ই একটি লেখা ছাপা হয়েছে। এ পরীক্ষা সম্পর্কে কথা ফুরায় না। প্রথমে ক্ষমা চেয়ে নেব সকল শিক্ষক এবং শিক্ষিকার কাছে। শৈশবে শিখেছিলাম তাঁদের নাকি মান্য করতে হয়। সারা জীবন তাঁদেরকে কতটুকু মান্য করেছি জানি না তবুও আজ তাদের সম্পর্কে লিখতে হচ্ছে।

শুনেছি এবার পরীক্ষার ফল প্রকাশ পিছিয়ে অনেক দেরী হয়েছে। পরীক্ষার ফল নাকি আগেই প্রকাশের কথা ছিল। কিন্তু এবার পরীক্ষায় নাকি অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী ফেল করেছিল। তাই প্রশ্ন উঠেছিল 'গ্রেস' দেবার। এবার গ্রেসের জন্য তদ্বির করেছেন নাকি শিক্ষক সংগঠনগুলি। এমনও শোনা যায় শেষ পর্যন্ত তারা ধর্না দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, প্রকৃতপক্ষে এত ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় পাস করেনি। যে ফল প্রকাশিত হয়েছে তা হচ্ছে দেন-দরবারের ফসল। এ ফলের জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। এ-ফল তৈরি হয়েছে দেন-দরবারের পথে।

কিন্তু নিন্দা করব কাকে। আমি নিজেও এক সময় গ্রেসের জন্য তদ্বির করেছি। সফলও হয়েছি। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কঠিন হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা পড়তে পারেনি। প্রশ্ন এসেছে পাঠ্যক্রমের বাইরে। এ ধরনের অজুহাত তুলে গ্রেসের আবেদন জানিয়েছি। প্রায় প্রতি বছরই সফল হয়েছি।

কিন্তু সেবারের গ্রেস চাওয়ার সাথে এবারের গ্রেস চাওয়ার তফাৎ আছে। এবার গ্রেস চাইতে গিয়েছিলেন শিক্ষক সংগঠনগুলো। কিছুটা তাঁরা সফলও হয়েছেন। এর পরও তাঁরা নতুন করে বিবৃতি দিয়েছেন। এসএসসি ফলাফল পুনর্বিবেচনার জন্য তাঁরা আবেদন জানিয়েছেন। এ আবেদনের কারণও তাঁরা বর্ণনা করেছেন। একটি নয়, ছয়টি কারণ তাঁরা দেখিয়েছেন তাঁদের দাবীর সমর্থনে। তাঁদের বিবৃতি ছাপা হয়েছে দৈনিক বাংলায় গত রোববার। তাঁদের বিবৃতি পড়ে আমার করজোড়ে শুধু একটি কথাই জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় একটু আগে কথাগুলি বললে ক্ষতি ছিল কি।

বিবৃতিতে তাঁরা বলেছেন, গত শিক্ষা বছরে নতুন পাঠ্যক্রম চালু হয়েছে। এই পাঠ্যক্রম [illegible] চলে গেছে। পাঠ্যবই পৌঁছাতে কেটেছে নয় মাস। দীর্ঘ দিন গার্হস্থ্য অর্থনীতি পড়িয়ে বাদ দেয়া হয়েছে। নতুন পাঠ্যক্রম সম্পর্কে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। এমনকি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়েছে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে।

শিক্ষক সংগঠনগুলির এ অভিযোগ অসত্য নয় একথা আমি মেনে নিতে রাজী আছি। আমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি যে একটি বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলে শিক্ষকদের পক্ষ থেকে 'গ্রেস' দেবার দাবী উঠতে পারে না। তারা দেন-দরবার করতে পারেন না পরীক্ষার পুনরায় মূল্যায়নের জন্য।

কিন্তু তারা দেরী করে ফেলেছেন না কি? একবার পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়ে গেলে নতুন করে গ্রেস দিয়ে তা শুদ্ধ করা যায় কি? নিশ্চয়ই প্রশ্ন উঠবে না—কি গ্রেস দেয়া হবে কোন বিষয়ে। কোন ভিত্তিতে। এই গ্রেসের জন্য অনেক ছাত্রেরই অবস্থান পরিবর্তন হবে নাকি? তাদের এই দাবীর ফলে নতুন করে আশা-নিরাশার সৃষ্টি হবে নাকি দেশের অসংখ্য পরিবারে? একটি অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হবে নাকি শিক্ষাঙ্গনে। আমি জানিনা আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকেরা এ দিকটি ভেবে দেখেবেন কিনা।

আমার দুঃখ হচ্ছে তারা দেরী করে ফেললেন কেন। শিক্ষা বোর্ডে তাদের সহকর্মীরাই আছেন। তাদের সহকর্মীরাই নীতি নির্ধারণ করেছেন। খাতা দেখেছেন। নম্বর দিয়েছেন। আগে তাদের মহলে দেন দরবার করলে ভাল হত নাকি। আজ কি হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এবং পরিবারকে আমরা নতুন করে আশা-নিরাশার তরঙ্গে ছুঁড়ে দিতে পারি।

আমার আরও দুঃখ হচ্ছে এ পরিস্থিতি সম্পর্কে দেশের সংবাদিকদেরও কোনদিন অবহিত করা হয়নি। সময় মত জানান হলে আমরা কিছু অন্তত লেখালেখি করতে পারতাম। কিন্তু সে সুযোগওবা এখন কোথায়?

এ প্রসঙ্গে আমার কিছু কথা আছে শিক্ষা বোর্ড সম্পর্কে। দেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে আমি নিশ্চয়ই আশা করতে পারি যে শিক্ষা বোর্ড শিক্ষক সংগঠনগুলোর এ অভিযোগের সদুত্তর দেবেন। আমারও জানার ইচ্ছা—শিক্ষা বছরের সাত মাস পর পাঠ্যক্রম পাঠিয়ে, নয় মাস পর বই পাঠিয়ে নতুন পাঠ্যক্রম সম্পর্কে কাউকে না জানিয়ে তাড়াহুড়া করে পরীক্ষা নেয়া সঠিক হয়েছে কি? আমি এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নতুন ইংরেজী পাঠ্যক্রম দেখেছি। এত দিন ইংরেজীর নামে আমাদের ইংরেজী সাহিত্য শেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। নতুন পাঠ্যক্রমে শেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে ইংরেজী ভাষা। অথচ ইংরেজী ভাষা শিখাবার মত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি শিক্ষকদের।

শিক্ষা বোর্ডের কাছে আমার জানার ইচ্ছা তারা এ পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেন কেন? কেন শিক্ষা বছরের মাঝামাঝি এসে হঠাৎ করে কোন কোন বিষয় বাদ দেয়া হোল। তরা নিশ্চয়ই মেনে নেবেন যে তাদের সিদ্ধান্তহীনতা পরীক্ষার্থীদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আজকের এ ক্ষতিপূরণ কে দেবে। কে অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের একটি বছর ফিরিয়ে দেবে। আমি আশা করব ভবিষ্যতে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। আর এ সাথে আমার তিনটি আবেদন আছে শিক্ষা বোর্ড এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে।

আমি আবেদন করব এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল একটি বিশেষ পরিস্থিতির পরিনতি বলে গণ্য করা হোক। এ পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করে কোন বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি বাতিল করা ঠিক হবে না। এবারের ফলাফলের উপর নির্ভর করে কোন বিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক সাহায্য বাতিল করা হবে না। আমি আশা করব, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সহৃদয়তার সাথে এ আবেদন বিবেচনা করবেন।

আমার তৃতীয় এবং শেষ আবেদন হচ্ছে পুরনো পাঠ্যক্রমের ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে। পুরনো পাঠ্যক্রমের ছাত্রছাত্রীদের এবারই ছিল পরীক্ষার শেষ বছর। আগামীবার পুরনো পাঠ্যক্রমের পরীক্ষা দেয়া যাবে না। তাই আমার আবেদন—পুরনো পাঠ্যক্রমের যে সকল ছাত্রছাত্রী এবার একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে তাদের কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেয়া হোক। এ ধরনের সুযোগ ঢাকা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতীতে বহুবার দেয়া হয়েছে। পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের মুহূর্তে এ ধরনের সুযোগ দেওয়ার রেওয়াজ আদৌ নতুন নয়। আমার বিশ্বাস এ ধরনের সুযোগ দেয়া হলে পাঠ্যক্রম বদল হয়ে যাওয়ার ফলে শিক্ষাঙ্গন থেকে যারা চিরতরে বিদায় নিচ্ছে তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো নতুন প্রেরণা পাবে। কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষায় পাস করলে হয়তবা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাবে। আশা করব শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা বোর্ড তাদের এ সুযোগটুকু দেবেন।

—অনিকেত